যুগান্তর

তারিখ 25 FEB 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

দরিদ্র ও মেধাবীদের সরল সুদে শিক্ষা ঋণ দেয়ার উদ্যোগ

শাহনেওয়াজ

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সরল সুদে 'শিক্ষাঋণ' দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ ঋণ শিক্ষার্থী ছাড়াও যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাবেন তাদেরও এ ঋণের আওতায় আনার চিন্তাভাবনা চলছে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হবে। ৮০ কোটি টাকা দেবে সরকার, বাকি ২০ কোটি টাকা দেবে ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অংক, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও কর্মমুখী শিক্ষায় ঋণ প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ঋণের টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিস্তিতে নেয়া হবে। এমনকি ঋণের গ্যারান্টি অভিভাবক নিতে পারবে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত গ্যারান্টির দায়িত্ব পালন করার ফলে অভিভাবককেও এ ঋণ দেয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা রয়েছে। ঋণের টাকা কি পরিমাণ হবে তা এখন নির্ধারণ করা না হলেও, বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দেয়া হবে। সাধারণ শিক্ষার্থী ছাড়াও যারা পিএইচডি ডিগ্রি নেবেন কিংবা মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে তাদের জন্যও এ ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যারা বেসরকারি

উদ্যোগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

উদ্যোগ : শিক্ষাঋণ দেয়ার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে তাদের ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে অনেক দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষাজীবনে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্র ও মেধাবী উচ্চ শিক্ষার্থীকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তারই আদলে একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে বিশেষ সহযোগিতা চেয়েছেন। জানা গেছে, গত মাসে শিক্ষাঋণ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার অনুদান হিসেবে ৮০ শতাংশ অর্থ জোগান দেবে। বাকি অর্থ ২০ শতাংশ আগ্রহী বেসরকারি সংস্থা ও ব্যাংকগুলো প্রদান করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সরকারের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, এনজিও, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি তহবিল পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।